5 MAY 2017

যুগান্তর

এসএসসির ফল প্রকাশের পর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের উল্লাস যুগান্তর

● ছবির অ্যালবাম পৃষ্ঠা ২২

নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রভাব

কমেছে পাস ও জিপিএ-৫

এসএসসি ও সমমানের ফল ২০১৭

মোট পরীক্ষার্থী ১৭৮১৯৬২
পাস করেছে ১৪৩১৭২২
মোট জিপিএ-৫ : ১০৪৭৬১

বোর্ড	পাসের হার	জিপিএ-৫
ঢাকা	৮৬.৩৯	৪৯,৪৮১
রাজশাহী	৯০.৭০	১৭,৫৪৯
কুমিল্লা	৫৯.০৩	৪৪৫০
যশোর	৮০.০৪	৬৪৬০
চট্টগ্রাম	৮৩.৯৯	৮৩৪৪
বরিশাল	৭৭.২৪	২২৮৮
সিলেট	৮০.২৬	২৬৬৩
দিনাজপুর	৮৩.৯৮	৬৯২৯
মাদ্রাসা বোর্ড	৭৬.২০	২৬১০
কারিগরি বোর্ড	৭৮.৬৯	৪১৮৭

৮ বোর্ডে মোট পাসের হার : ৮১.২১ | গত বছর ছিল : ৮৮.৭০
১০ বোর্ডে মোট পাসের হার : ৮০.৩৫ | গত বছর ছিল : ৮৪.২৯

যুগান্তর রিপোর্ট

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় গত বছরের তুলনায় এবার প্রায় ৮ শতাংশ কম শিক্ষার্থী পাস করেছে। জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ৫ হাজার। নতুন পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন, প্রশ্নফাঁস ও নকলের ক্ষেত্রে কড়াকড়িসহ পাঁচ কারণে ফল এমন হয়েছে। প্রথমবারের মতো ৪০'র পরিবর্তে ৩০ নম্বরের এমসিকিউ পরীক্ষা হয়। কুমিল্লা ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে গত বছরের চেয়ে বেশি শিক্ষার্থী ফেল করেছে। এছাড়া সব বোর্ডেই ইংরেজি ও সাধারণ গণিতের ফল খারাপ হয়েছে। এসবের বিরূপ প্রভাব পড়েছে সার্বিক পাসের হারের ওপর।

এবার মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ ১০টি শিক্ষা বোর্ডে ১৭ লাখ ৮১ হাজার ৯৬২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। তাদের মধ্যে পাস করেছে ১৪ লাখ ৩১ হাজার ৭২২ জন। পাসের হার ৮০ দশমিক ৩৫ শতাংশ। গত বছর এ হার ছিল ৮৮ দশমিক ২৩ শতাংশ। পাসের হার ৭ দশমিক ৯৪ শতাংশ কমেছে। তবে শুধু সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৮১ দশমিক ২১ শতাংশ। এতে অংশ নেয় ১৪ লাখ ২২ হাজার ৩৭৯ জন, পাস করেছে ১১ লাখ ৫৫ হাজার ৬৮ জন। এবার ১০ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৪ হাজার ৭৬১ পরীক্ষার্থী। গতবারের চেয়ে এ সংখ্যা কমেছে ৫ হাজার।

বেলা সাড়ে ১২টায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ফল প্রকাশের ঘোষণা দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এর আগে সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ফলের সারসংক্ষেপ তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী। দুপুর ২টা থেকে শিক্ষার্থীরা অনলাইন, এসএমএসে এবং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে ফল জেনেছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ফলাফলের এ পরিস্থিতিকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন। দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে তিনি অকপটে স্বীকার করেন, উত্তরপত্র মূল্যায়নে নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন এবং প্রশ্নফাঁস রোধে চেষ্টা ■ পৃষ্ঠা ১৮ : কলাম ১

● পাসে এগিয়ে মেয়েরা, জিপিএ-৫ এ সমানে সমান ● মাদ্রাসা বোর্ডে পাসের হার-জিপিএ-৫ এ ধস ● ৯৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবাই ফেল ● পরীক্ষার ফল চ্যালেঞ্জ আজ থেকেই : পৃষ্ঠা ৩ ● রাজধানীর সেরা স্কুলগুলোতে আনন্দের বন্যা : পৃষ্ঠা ২৪

কমেছে পাস ও জিপিএ-৫

(১ম পৃষ্ঠার পর)

■ ইংরেজি ও গণিতে পাসের হার কম

■ রাজশাহীতে সর্বোচ্চ কুমিল্লায় সর্বনিম্ন পাস

এবং পরীক্ষার হলে কড়াকড়ির কারণে এমন হয়েছে। এ ফলের জন্য আগ থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষামন্ত্রীকে সমর্থন করে বলেন, পরীক্ষার উত্তরপত্র যাচাইয়ের এ নতুন সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সময়োচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ। এতে পাসের হার কিছুটা কমলেও পরীক্ষার্থীদের মেধা যাচাইয়ে কার্যকরী হবে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মূলত পাঁচটি প্রধান কারণে ফল আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে। এবার পরীক্ষার উত্তরপত্রে উদারভাবে নম্বর দেয়া বন্ধ হয়েছে। এক্ষেত্রে উপযুক্ত মূল্যায়নে নতুন পদ্ধতি চালুর পাশাপাশি তা বাস্তবায়নে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। এছাড়া শুরু থেকেই প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধের ব্যাপারে কঠোর অবস্থানে ছিল সরকার। পরীক্ষার হলে নকল বন্ধের সর্বোচ্চ চেষ্টা দেখা গেছে। ইংরেজি-গণিতে গত বছরের তুলনায় পাসের হার কমেছে। প্রথমবারের মতো এবার ৩০ নম্বরে এমসিকিউ পরীক্ষা নেয়া হয়। শিক্ষাবর্ষের মাঝামাঝি সময়ে এসে এমসিকিউ'র নতুন পদ্ধতি চালুর ঘোষণা দেয়া হয়। এটা নিয়ে শিক্ষার্থীরা দ্বিধায় ছিল, যা কিছুটা হলেও খারাপ ফলে ভূমিকা রেখেছে।

এ বছর উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উদারনীতির পরিবর্তে কঠোর এবং পরিকল্পিত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। নতুন পদ্ধতি অনুসরণের জন্য পরীক্ষকদের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা এবং মডেল-উত্তর দেয়া হয়। মডেল অনুসরণের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। পাশাপাশি তিন ক্যাটাগরির পরীক্ষার্থীর বিষয় (ভালো, মধ্যম ও দুর্বল) সামনে রেখে মডেল উত্তর তৈরি করা হয়। শুধু তাই নয়, উত্তরপত্র বণ্টনের সময়ে পরীক্ষকদের উদ্দেশে প্রধান পরীক্ষক এ বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেন। প্রধান পরীক্ষক আগে ১০ শতাংশ খাতা মূল্যায়ন করতেন। কিন্তু এ বিধান আসলেই প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা, তা দেখা হতো না। এবার প্রধান পরীক্ষকদের জন্য ১২ শতাংশ খাতা দেখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি তারা কোন কোন খাতা দেখেছেন, সে ব্যাপারে ৬ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন দাখিল করতে হয়েছে। এসব উদ্যোগের সম্মিলিত প্রভাব পড়েছে ফলের ওপর।

এ প্রসঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার নিয়ে অনেক দিন ধরে কথা হচ্ছিল। দেরিতে হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় শুরু করেছে। তারা উপলব্ধি করেছে শিক্ষার মানের সূচক শুধু পাসের হার নয়। আমি সরকারকে সাধুবাদ জানাতে চাই। তিনি বলেন, পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কারে পরীক্ষাব্যবস্থাপনা এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন এই দুটি দিক আসে। এর মধ্যে মূল্যায়নে অভিনবত্ব বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ প্রথম পদক্ষেপ। একজন শিক্ষার্থী কতটুকু শিখল তা পাসের হার বা জিপিএ-৫ পাওয়ার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। পরীক্ষা একটি উপায় নিশ্চয়ই, কিন্তু ধারাবাহিক মূল্যায়নও লেখাপড়ায় শিক্ষার্থীর অর্জিত দক্ষতা নির্ণয়ের উপায়। তিনি কুমিল্লা বোর্ডের বিপর্যয়ের কারণ খতিয়ে দেখার তাগিদ দিয়ে বলেন, মেট্রোপলিটনের বাইরে গেলেই মান খারাপ। এ বিষয়ে নজর দিতে হবে।

পর্যালোচনায় দেখা গেছে, প্রশ্নফাঁস, কেন্দ্রে নকলের ঘটনায় শিক্ষকদের জড়িত থাকার বিষয়ে অনেক অভিযোগ উঠেছে। এবার এ দুই ক্ষেত্রে শিক্ষকদের নজরদারির মধ্যে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তারপরও গণিতসহ অন্য বেশ কয়েকটি বিষয়ের প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় একাধিক ছাত্র-শিক্ষক গ্রেফতারও হয়েছে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কেন্দ্রে বিস্তর নকলের অভিযোগ ছিল। তবে প্রশ্নফাঁস আর নকলের ঘটনা এবার আগের চেয়ে কিছুটা কমেছে। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে বহিষ্কারের চিত্রে। গত ছয় বছরের মধ্যে এবার সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ১৪৩ জন বহিষ্কার হয়েছে। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৮১১ জন। শিক্ষামন্ত্রী মনে করেন, এসব কড়াকড়িতে পরীক্ষার মানের উন্নয়ন ঘটেছে। যদিও পাসের হার তুলনামূলক কমেছে।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান এ প্রসঙ্গে বলেন, আগে বেশি করে নম্বর দেয়ার প্রবণতা ছিল। আমাদের নির্দেশনা ছিল এবার প্রাপ্যতা অনুযায়ী নম্বর দেবেন। ঢালাওভাবে নম্বর দিলে এবার ধরা পড়ে যাবেন। এ কারণে অনেকে এবার যৌক্তিক নম্বর দিয়েছে।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে তিন বছর ধরে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (বেডু) গবেষণা করছে। সেই গবেষণার ফল এবার প্রয়োগ করা হয়েছে উত্তরপত্র মূল্যায়নে। এবার পরীক্ষার পর একটি খাতা ২০টি ফটোকপি করে ২০ জন পরীক্ষককে দেয়া হয়েছে। এতে দেখা গেছে পরীক্ষকরা একই খাতায় ২০ ধরনের নম্বর দিয়েছেন। নম্বর প্রদানে এ বৈষম্য কমানো হয়েছে মডেল উত্তরপত্র দিয়ে। সে আলোকে অন্য পরীক্ষকরাও নম্বর দিয়েছেন। ফলে সারা দেশে নম্বর প্রদান ও খাতা মূল্যায়নে একটি সমতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

ফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, জাতীয় পাসের হারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে কুমিল্লা ও মাদ্রাসা বোর্ড। কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল খালেক জানান, তার বোর্ডে এবার ইংরেজিতে ২৫ হাজার ৬০৬ এবং গণিতে ৩৪ হাজার ৯৮৯ জন ফেল করেছে। মানবিক ও বিজনেস স্টাডিজে তুলনামূলক বেশি ফেল করার প্রভাব পড়েছে বোর্ডের পাসের হারের ওপর। অন্যান্য বোর্ডের তুলনায় দেখা গেছে, কুমিল্লার ইংরেজি এবং গণিতে পাসের হার সর্বনিম্ন। মাদ্রাসা বোর্ডকে ডুবিয়েছে ইংরেজি, গণিত এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)। এ বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক একেএম ছায়েফউল্যা বলেন, গত বছর ইংরেজিতে পাসের হার ছিল ৯৮.০৫ শতাংশ। এবার সেখানে পাস করেছে ৯৫.১৯ শতাংশ। গণিতে গত বছর ছিল ৯৭.৯৯ শতাংশ, এবার ৯১.৩৩। এবার নতুন চালু হওয়া আইসিটিতে পাসের হার ৯৩.৮৯ শতাংশ। বিষয়ভিত্তিক পাসের হারই মোট হারের ওপর প্রভাব ফেলেছে। যে কারণে গত বছরের তুলনায় ১২ শতাংশ শিক্ষার্থী কম পাস করেছে।

এবার সৃজনশীল পদ্ধতিতে এমসিকিউ'র নম্বর কমিয়ে ৪০'র পরিবর্তে ৩০ নির্ধারণ করা হয়েছে। সৃজনশীল অংশে ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে।

বিভিন্ন বোর্ডের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৮৬.৩৯ শতাংশ। এ বোর্ডে জিপিএ-৫ লাভ করেছে ৪৯ হাজার ৪৮১ জন। রাজশাহীতে পাসের হার ৯০.৭০ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৭ হাজার ৫৪৯ শিক্ষার্থী। কুমিল্লা বোর্ডে ৫৯.০৩ শতাংশ পাস করেছে, জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ৪৫০ জন। যশোরে পাসের হার ৮০.০৪ শতাংশ আর জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬ হাজার ৪৬০ জন। এভাবে চট্টগ্রামে পাস ৮৩.৯৯, জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮ হাজার ৩৪৪; বরিশালে পাস ৭৭.২৪ শতাংশ, জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ২৮৮; সিলেটে ৮০.২৬ শতাংশ আর জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ৬৬৩; দিনাজপুরে ৮৩.৯৮ শতাংশ, জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬ হাজার ৯২৯; মাদ্রাসা বোর্ডে ৭৬.২০, জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ৬১০; কারিগরি বোর্ডে ৭৮.৬৯ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ১৮৭ জন।

চার সূচকই নিম্নগামী : ভালো ফলের সূচক হিসেবে চারটি দিক ধরা হয়। এগুলো হচ্ছে— পাসের হার, মোট জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা, শতভাগ ও শূন্য পাস করানো প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। এবার সবক'টিই নিম্নমুখী।

জিপিএ-৫ শিক্ষার্থীর সংখ্যায় অধঃগতি : জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা চার বছরের মধ্যে কম। এ বছর ১ লাখ ৪ হাজার ৭৬১ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। গত বছর ছিল ১ লাখ ৯ হাজার ৭৬১ জন। ২০১৫ সালে ১ লাখ ১১ হাজার ৯০১ জন, ২০১৪ সালে ১ লাখ ৪২ হাজার ২৭৬ জন। সনাতন পদ্ধতিতে এসএসসিতে ভালো ফল বলে বিবেচিত হতো স্টারমার্কস। আর গ্রেডিং পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ জিপিএ-৫কে বিবেচনা করা হয়। ২০০১ সালে প্রথম যখন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হয়, সেই বছর সারা দেশে মাত্র ৭৬ জন এসএসসির এ সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করেছিল।

আইসিটিতে ভালো পাস : এবার এসএসসি পর্যায়ে প্রথমবারের মতো আইসিটি পরীক্ষা নেয়া হয়। কিন্তু এ বিষয়ে পাসের হার ভালো। চট্টগ্রাম ও সিলেট বাদে সব বোর্ডে ৯৯ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী এ বিষয়ে পাস করেছে। এ দুই বোর্ডে পাসের হার যথাক্রমে ৯৬.৪৮ ও ৯৮.৯৩ শতাংশ। ১০ বোর্ডের মধ্যে আইসিটিতে সবচেয়ে বেশি পাস করেছে রাজশাহী ও দিনাজপুরের শিক্ষার্থীরা ৯৯.৬৪ শতাংশ করে। সবচেয়ে কম মাদ্রাসা বোর্ডে ৯৩.৮৯ শতাংশ।

মানবিক-বিজনেস অভিশাপ, বিজ্ঞানে ভালো : সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিজ্ঞান বিভাগে এবার শিক্ষার্থী এবং পাসের হার বেশি। গত বছরের তুলনায় এ বছর বিজ্ঞান শাখায় পরীক্ষার্থী ৪৪ হাজার ৬৮১ জন বেড়েছে। বেশি পাস করেছে ৩২ হাজার ১২৬ জন। বিজ্ঞানে গত বছরের চেয়ে এবার ২ হাজার ৬৫৪ জন বেশি জিপিএ-৫ পেয়েছে। কিন্তু মানবিক আর বিজনেস স্টাডিজ বিষয়ের পাসের হার ডুবিয়েছে কুমিল্লাসহ অন্যান্য বোর্ড। ১০ বোর্ডে মানবিকে পাসের হার ৭৩.৩৮ শতাংশ। বিজনেস স্টাডিজে ৮০.২১ শতাংশ। অথচ ৯৩.৩৫ শতাংশ বিজ্ঞানে পাস করেছে।